আমাদের আক্বীদা

আমাদের আক্বীদা ও আস সালাফ আস সালিহ-দের আক্বীদায় কোন পার্থক্য নেই।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি আমাদের চুড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে। এই লক্ষ্য (আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন) হলো আমাদের কিবলা (গন্তব্য) যার দিকে আমাদের প্রতিনিয়ত ছুটে চলা। আর এই ছুটে চলার জন্য আমাদের ইঞ্জিন হলো 'আক্বীদা'। এই আক্বীদা আমাদের এগিয়ে নেয় সামনের দিকে আর এই আক্বীদাই আমাদের বারণ করে পিছপা হতে বা থেমে যেতে।

যখনই আক্বীদার ঘাটতি হয় বা এর প্রভাব কমে যায়, তখন বান্দা সৎকাজের ব্যাপারে নিতান্ত গাফেল হয় অথবা একেবারেই তা থেমে যায়। যার ফলশ্রুতিতে, বান্দা তার মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যায় আর অন্যান্য কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। বান্দা সবসময় দু'টি পথের একটি পথে চলতে থাকে-

1) ঈমানের দ্বারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দিকে, অথবা

2) শয়তানের পাল্লায় পড়ে বিভ্রান্তির দিকে।

আক্বীদা কোন দাবী নয় বা কতগুলো শব্দের সমষ্টি নয় যা ভাষাবিদ দিয়ে এর তত্ত্ব আলোচনা করে পাতার পর পাতা এমনকি মস্ত বড় বই লিখেও কোন কাজ নেই। 'আক্বীদা' একটি নিশ্চয়তা যার শেকঁড় গাঁথা থাকে অন্তরে আর তা ডালপালা ছড়ায় বাহ্যিক কার্যকলাপ দ্বারা। কোরআনে বারবার ঈমানের সাথে 'আমলে সলিহ' এর কথা বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, আক্বীদার সাথে অব্যশই আমল থাকতে হবে। কারণ, আক্বীদার প্রমাণই হলো আমল।
আমাদের ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করতে চাইলে অবশ্যই কাজের মাধ্যমে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। অন্যথায় ঈমানের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হবেঃ
''অবশ্যই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তারাই সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম।'' (৯৮:৭)

''আর যে কেউ ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে তার জন্য এর বিনিময় উত্তম পুরস্কার রয়েছে।'' (১৮:৮৮)

''...যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি ও আখিরাতের প্রতি এবং নেক কাজ করেছে তাদের কোন ভয় নেই, এবং তারা দুঃখিতও হবে না।'' (৫:৬৯)

''যে ঈমান আনলো এবং নেক কাজ করলো, তাদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না।'' (৬:৪৮)

''আর আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল, যে তওবা করে, ঈমান আনে, নেক কাজ করে ও সৎ পথে অটল থাকে।'' (২০:৮২)

''তবে তারা নয়, যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আশা করা যায়, সে সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'' (২৮:৬৭)

''তোমাদের ধন-সম্পদ সন্তান সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে। যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তারাই পাবে বহুগুন পুরষ্কার। আর তারা প্রাসাদ সমূহে নিরাপদে থাকবে।'' (৩৪:৩৭)

''সুসংবাদ দিন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।'' (২:২৫)

''আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।''(২:৮২)

''আল্লাহ্র মসজিদসমূহের রক্ষনাবেক্ষন তো শুধু তারাই করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। বস্ততঃ এদের সম্পর্কে আশা করা যায় যে, তারা হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'' (৯:১৮)

''কি করবেন আল্লাহ্ তোমাদের শাস্তি দিয়ে যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন ? আর আল্লাহ্ হলেন আশ শারীক (সৎকাজের সমাদরকারী) এবং আল আলীম (সর্বজ্ঞ)।'' (৪:১৪৭)

এভাবেই ঈমান ও আমলের সম্পৃক্ততার কথা কোরআনে স্পষ্টভাবে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। এমন স্পষ্ট আয়াতগুলো শুধু তারাই উপেক্ষা করতে পারে যারা অন্ধ চোখে নয় বরং অন্তরে।
''বস্ততঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হলো বক্ষস্থিত হৃদয়।'' (২২:৪৭)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস থেকেও এর ব্যাপারে প্রচুর প্রমাণ মেলে যে, ঈমান ও আমল ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ননা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ''ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশী। অথবা ষাটটিরও কিছু বেশী। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্'-এর ঘোষনা দেয়া, আর এর সর্ব নিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্ত অপসরণ করা আর লজ্জা ঈমানের বিশিষ্ট একটি শাখা।'' (সহীহ মুসলিম)

''তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়। যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দ্বারা (উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে), আর এটাই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।'' (সহীহ মুসলিম)

''... যারা এদের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে) জিহাদ করবে, সে মুমিন। যে মুখ দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সে মুমিন। আর যে অন্তর দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সেও মুমিন। এরপর আর সরিষার দানার পরিমানও ঈমান নেই।'' (সহীহ মুসলিম)

মুখে ঈমানের দাবী অনেকেই করে, কিন্তু সত্যিকার ঈমানদার কয়জন ? আমলের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া এই দাবী একেবারে মিথ্যা। এমন ধোকাবাজী আর সত্যিকার ঈমানের মাঝে আকাশ পাতাল তফাৎ, আসুন এই উম্মাহর দুটি প্রজন্মের দিকে তাকাই। প্রথম প্রজন্ম হলো সাহাবাদের যা সর্বশ্রেষ্ঠ; আর দ্বিতীয় প্রজন্মটি একালের।

সাহাবাদের প্রজন্মটি হলো সেই সোনালী প্রজন্ম যার আদর্শকে পুজি করে আমরা এগুতে চাই। এই প্রজন্মটিকে জাহিলিয়াতের গ্রাস থেকে মুক্ত করে, শিরকের কলুষতাকে ঝেড়ে তাওহীদের আলোকে নিয়ে আসে এই 'আক্বীদা'; আর তাদের অন্তরে গেঁথে দেয় ঈমান যার আলোতে উদ্ভাসিত হয় এই সোনালী প্রজন্ম।

আক্বীদার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে এই প্রজন্ম এবং তা থেকেই তৈরী হয় সেই সব অসামান্য চরিত্রগুলো। আসুন একটু কাছ থেকে দৃশ্য গুলো

দেখি, কিভাবে তাদের মাঝে আক্বীদার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং তাদের জীবনে এনেছে পরিবর্তন। আসলে তাদের এতো অগনিত দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব তা বুঝতে পারিনা। সেই প্রজনেম্ম মাঝ থেকে কাদের কথা বলব ? আনসারদের কথা নাকি মুহাজিরদের কথা ? প্রবীনদের কথা, তরুনদের কথা নাকি সেই বাচ্চাগুলোর কথা ? পুরুষদের কথা নাকি মহিলাদের কথা ? তাদের কোন সময়ের কথা বলবো, সমৃদ্ধির কথা নাকি দুঃখ-কষ্টের কথা ?

তাদের কোন কথা বলবো, দিনের বেলা ঘোড়া দৌড়ানো নাকি রাতের ইবাদত ? আল্লাহ্র রাস্তায় জীবন দেয়ার দৃষ্টান্তগুলো নাকি সমস্তত সম্পদ কুরবানী করার দৃষ্টান্ত ? তাদের কোন গুনের কথা বলবো, সততা, নিষ্ঠা নাকি তওবা ?
তাই মানুষগুলোর প্রতিটি দৃষ্টান্তই যেন ঈমানের আভায় পরিপূর্ণ, ইয়াকীনের আলোতে মোড়ানো, ইখলাছের উচ্চ শিখরে বাঁধানো। তাদের দিকে তাকালে সবারই মনে প্রশ্ন জাগে, ''কি সেই জিনিস যা তাদেরকে এত দ্রুত অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এলো; আর তারা হলো সর্বশ্রেষ্ট ?

আসুন আমরা সেই সব দৃশ্যের গভীরতায় ডুবে যাই...

আমরা দেখি বিলাল তার মনিব উমাইয়া বিন খালাফ এর সাথে প্রকাশ্য বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে শুধুমাত্র 'আহাদ', 'আহাদ' (আল্লাহ্ এক)-ই বলতে থাকে যদিও তার পৃষ্ঠদেশ উত্তপ্ত বালুর উপর ছিল এবং বুকের উপর ভারী পাথর রাখা ছিল। এবং খাববাব তাঁর শরীরের প্রতিটি অংশে উত্তপ্ত লোহা দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহ্র এই দ্বীনে অটল থাকে। এবং ইয়াসিরের পরিবার প্রচন্ড শাস্তি ও যন্ত্রনা ভোগ করে, এবং সুমাইয়াকে হত্যা করা হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ঈমান দূর্বল হয়নি তারা দৃঢ়ভাবে রাসূল (সাঃ)-এর অঙ্গীকার বিশ্বাস করেছিল, তিনি বলেছিলেনঃ 'ও ইয়াসিরের পরিবার ধৈর্য্য ধর এবং সহ্য করে যাও, জান্নাত তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

মুহাজিরগণ তাদের স্ত্রী, সন্তান, ধন সম্পত্তি সব পরিত্যাগ করে কোন শর্ত ছাড়া, মরুভূমি পাড়ি দিয়ে মক্কা থেকে মদীনায়, কোন সম্বল ছাড়া শুধুমাত্র ঈমান নিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরত করেন।

আবু উবায়দা বদরের যুদ্ধে তার পিতাকে হত্যা করে, এবং আবু বকর আস-সিদ্দিক তাঁর নিজের পুত্রকে এবং মুসায়েব তাঁর ভাই উবায়েদ ইবনে উমায়েরকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

আমরা যদি একটু পিছনের দিকে দেখি তাহলে দেখব আনসারগণ আল-আকাবার রাতে রাসূল (সাঃ) এর কাছে হাতে হাত রেখে আনুগত্যের অঙ্গীকার করে। তারা খুব ভালো করেই জানত যে, আরবরা তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হবে এবং সবদিক থেকে তাদের গোত্রের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের প্রাণনাশ হতে পারে। তারপরও তারা তাদের নতুন অঙ্গীকারকে বেশি লাভজনক মনে করে এবং তা পূরণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়।

আমরা তাদেরকে তাদের মুহাজিরুন ভাইদের সাথে ঘর, টাকা এবং সম্পদ ভাগ করে নিতে দেখি, যেমন আল্লাহ্ তাদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ

''মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও যারা কার্পন্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।'' (আল-হাশর:৯)

চলুন আমরা তাদের মুখ থেকেই শুনি বদরের যুদ্ধের দিনের ঘটনা, যখন তারা রাসূল (সাঃ)-কে বলছিলেনঃ 'আপনি এগিয়ে যান, ও আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ), আপনি যেদিকে নিয়ে যেতে চান। আমরা তাঁর শপথ করে বলছি যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন যদি আপনি সিদ্ধান্ত নেন যে সাগর অতিক্রম করার, আমরা আপনাকে অনুসরণ করবো, একজন ব্যক্তিও আমাদের মধ্যে পিছিয়ে পড়বে না। আল্লাহ্র অনুগ্রহে আপনি এগিয়ে যান।'

এবং এখানে উহুদের দিন রাসূল (সাঃ)-কে বাঁচাতে গিয়ে সাতজন শহীদ হয়ে যায়। এবং হুনায়েনের যুদ্ধে যখন ১২,০০০ যোদ্ধা রাসূল (সাঃ) হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন ৮০ জন আনসার ঝাপিয়ে পড়ে এবং হাওয়াযিন গোত্র হতে জয় ছিনিয়ে নেয় এবং গনীমতের মাল একত্র করে। রাসূল (সাঃ) এই গনীমতের মাল ভাগ করেন এবং প্রথমে আনসারগণ ব্যতীত পলাতকদের দেন এবং শেষে দেন যারা ফিরে গিয়েছিল তাদেরকে এবং যাদের অন্তর ইসলামের প্রতি নত হয়েছিল। তখন আনসারগণ রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাস করেন,''হে আল্লাহ্র রাসূল, আমাদের অংশ কোথায়?'' তিনি বললেন, ''তোমরা কি এটাতে সমুতষ্ট না যে, যখন অন্যরা গনীমতের মাল বা ভেড়া ও উট নিয়ে ঘরে ফিরছে, আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে ঘরে ফিরছ ?'' তারা তখন কেঁদে ফেললো এবং বললঃ ''আমরা আমাদের অংশে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-কে পেয়েই সন্তুষ্ট।'' (বুখারী)

আমরা যদি মদীনার দিকে ফিরে তাকাই, দেখবো আবু বকর আস-সিদ্দীক তাঁর সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিয়েছেন মুসলিম মুজাহিদদের সহযোগীতার জন্য, অথচ ঘরে তাঁর সন্তানদের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ছাড়া আর কিছুই রেখে আসেন নি। এবং অন্যদিকে উমর ইবনে আল-খাত্তাব তাঁর অর্ধেক ধন-সম্পত্তি দান করে দেন, এবং উসমান (রাঃ) গোটা মুসলিম বাহিনীকে সম্পূর্ণ তার নিজের খরচে সমৃদ্ধ করেন।

আমরা যদি খন্দকের দিকে একটু দেখি যখন আহযাব (শত্রুসংঘ) মদীনা ঘেরাও করে ফেলে, এক মাস যাবৎ পরিখার পিছনে মুসলিমরা অবস্থান করে, যতক্ষন পর্যন্ত না-

''তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত।'' (আল-আহযাব:১০)

এবং হঠাৎ ঈমানদারগণ তাদের অন্তরের ঈমান দ্বারা পরিচালিত হয়ে চিৎকার করে উঠেঃ

''...এটা তো সেই বিষয় যা সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন...।'' (আল-আহযাব:২২)

আমরা বিস্ময়ের সাথে দেখতে পাই কষ্ট এবং কঠিনতার বছরে ('উসরাহ) হাজার হাজার ঈমানদারগণ তাদের সমস্ত আরাম স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিপক্ক ফসল ত্যাগ করে রাসূল (সাঃ) এর সাথে তাবুকের দিকে যাত্রা করে। তারা অল্প পানি সমৃদ্ধ মশক এবং শুকনো খেজুর নিয়ে শূন্য মরুভুমি পার হয়, তারা প্রিয় রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গ দিতে পেরেই খুশি ছিল।

এখন যদি আমরা আবার মদীনার দিকে তাকাই, দেখব তাদের কান্না যারা জিহাদে ব্যয় করার মত কিছুই খুজে পায়নি, এবং রাসূল (সাঃ)-ও যাদের অস্ত্রাদিতে সজ্জিত করতে পারেন নিঃ

''যখন তারা তোমার নিকট এই উদ্দেশ্যে আসে যে, তুমি তাদেরকে বাহন দান করবে, আর তুমি বলে দিয়েছ- আমার নিকট তো কোন বাহন নেই যার উপর আমি তোমাদেরকে উপবিষ্ট করাবো, তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষু সমূহ হতে অশ্রু বইতে থাকে এই অনুতাপে যে, তাদের ব্যয় করার মত কোন সম্বল নেই।'' (আত-তাওবাহ:৯২)

আমরা মদীনার রাস্তায় তাকাই, দেখব সমস্ত রাস্তা ফেলে দেয়া মদ দ্বারা সয়লাব হয়ে গিয়েছিল, যখন এটি পান না করার আদেশ নাযিল হয়ঃ

''হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মাদক, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর এসব গর্হিত বিষয়, শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয় সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের

পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহ্র স্মরণ হতে ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে৷ সুতরাং এখনো কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?'' (আল-মায়িদা:৯০-৯১)

আমরা যদি আল-খানসাআ'র কথা শুনি কাদিসিয়াহর যুদ্ধে যার চার ছেলে শহীদ হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেনঃ' সমস্ত প্রসংসা আল্লাহ্র যিনি আমাকে তাদের মৃত্যুর মাধ্যমে সম্মান দান করেছেন'। এটা তিনিই যিনি ইসলাম গ্রহনের পূর্বে কবিতার ভাষায় বলেছিলেনঃ

''যদি আমার চারপাশে এত শোককারী না থাকত
আমি আত্মহত্যা করতাম,''

এবং তাঁরা ঐ সাহাবিয়াতগণ যারা মুখমন্ডল ঢেকে চলতেন কারণ, তাদের প্রতি কোরআনের নির্দেশ আসেঃ

''তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে...।'' (আন-নুর:৩১)

বনি দীনার গোত্রের একজন মহিলা ছিলেন, যাকে উহুদের যুদ্ধে তাঁর স্বামী, পিতা ও ভাইয়ের শহীদ হবার সংবাদ দেয়ার পর তিনি বলেনঃ' আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) কেমন আছেন?' উত্তরে বলা হল তিনি সুস্থ আছেন৷ যখন সে তাকে জীবিত দেখেন, বললঃ' আপনার সুস্থতার তুলনায় যেকোন বিপর্যয় বহন করা সহজ৷'

আল-গামিদিয়াহ নামক একজন মহিলা জিনাহ করে৷ যদিও কেউ তা সম্পর্কে জানতে পারে নি, আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করেন, সে নিজেই তার গুনাহ স্বীকার করে এবং নিজেকে রাসূল (সাঃ) এর হাতে সোপর্দ করে, তাঁর কাছে মিনতি করে যেন পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে পবিত্র করা হয়৷ সে নিজের জীবন ত্যাগ করে তাঁর রবকে খুশি করার জন্য এবং এমন বিশুদ্ধ অনুশোচনার মধ্যে যে, মদীনার সত্তরজন মানুষকে যদি তা ভাগ করে দেয়া হতো তাহলে তা তাদের জন্য মাগফেরাতের জন্য যথেষ্ট ছিল৷

এবং মহৎ সাহাবা আবু যার তাঁর গাল মাটিতে পেতে বিলালকে পা দিয়ে তার উপর মাড়াতে আহবান জানায়৷ এই অনুশোচনায় যে তিনি বিলালকে 'হে কালো মহিলার ছেলে' বলে অভিহিত করেছিলেন৷

প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের মহানুভবতার এ সমস্ত এবং অন্যান্য আরও উদাহরন দেখে আমরা বলতে পারি কোরআনে আল্লাহ্ যা বলেছেন তার পুনরাবৃত্তি করাঃ

''মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র রাসূল; তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভুতিশীল; আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাঁদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে৷ তাদের মুখে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এইরূপই এবং ইন্জীলেও৷ তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে পুষ্ট হয় এবং পরে কান্ডে দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা কৃষকের জন্য আনন্দদায়ক৷ এভাবে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর-জ্বালা সৃষ্টি করেন, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও পুরস্কারের৷'' (আল-ফাত্হ:২৯)

এগুলো ছিল অতীতের পাতা থেকে এবং আমাদের জন্য এটা উল্টে বর্তমান পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া বেশ কঠিন৷ আমরা অনিচ্ছাভরে এটা ত্যাগ করি এবং অনিচ্ছাসত্বেও বর্তমানের মুখাপেক্ষী হই৷ আমরা বাস্তবের দিকে তাকালে দেখতে পাই সর্বত্র অন্ধকার এবং মানুষের দুর্বল ও নড়বড়ে ঈমান৷ আমাদের বর্তমান অবস্থার কোন বর্ণনার প্রয়োজন নেই, আমরা প্রত্যেকেই তা দেখি এবং এর দুঃখজনক পরিস্থিতির মাঝেই বেঁচে আছি৷ এটা আমাদের জন্য খুবই যন্ত্রনাদায়ক যে, আজ এই উম্মাহ বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, এর আক্বীদা 'ইরজা' এবং 'তাকফীরী' এর মধ্যে

দোদুল্যমান এবং প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস বিরোধী মতবাদ, কুসংস্কার ও খেয়ালখুশী দ্বারা পরিব্যাপ্ত। আমাদের শাসকরা খোলাখুলিভাবে এবং আপত্তিকরভাবে পশ্চিমাদের সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ নতুবা নাস্তিক, ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের প্রতি সমস্ত ভালোবাসা জমিয়ে রাখে এবং মুসলিম, মুওয়াহীদ এবং মুজাহিদদের প্রতি সমস্ত ঘৃণা ও শত্রুতা প্রকাশ করে। যদিও তারা আল্লাহ্র আইন বর্জন করে এবং পরিবর্তন করে তারপরও তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে। তারা এসব নিকৃষ্ট কাজ করতে সাহায্য নেয় কিছু সংখ্যক ভন্ড ও স্বল্পমূল্যে দ্বীনকে বিকৃতিকারী উলামাদের কাছ থেকে।

এ সমস্ত শাসকরা তাদের বশ্যতা স্বীকারের জন্য মুসলিমদের জোরপূর্বক অঙ্গিকারবদ্ধ করে, তাদের নাস্তিকতাকে সমর্থন করার জন্য এবং তাদের আইনের কাছে বিচার চাওয়ার জন্য। রাষ্ট্রনীতি একটি নতুন ধর্মে পরিনত হয়েছে যা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, সংবাদপত্র এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে এবং তরুনদের মস্তিস্কে স্থায়ী হচ্ছে। এই নতুন ধর্মবিশ্বাসের ডাক রাজনীতি ও ধর্মকে পৃথক করার জন্য, যাতে মসজিদে চলে আল্লাহ্র নির্দেশে এবং সংসদ থেকে নিয়ে সারা দেশ চলে শাসক গোষ্ঠীর নির্দেশে। ভ্রষ্ট উলামারা মানুষদের ইজরা'র ধর্মবিশ্বাস শিক্ষা দেয়, যেমন- ‘‘কাজ তেমন জরুরী না যতক্ষণ পর্যন্ত ‘‘ঈমান অন্তরে থাকে’’ এবং এই সমস্ত শাসকরাও ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত’’। সুফীবাদ, বাহা’বাদ, ক্বাদীয়ানিয়া, নুসাইরিয়াহ এবং অন্যান্য প্রথভ্রষ্ট ধর্মবিশ্বাস সমূহকে সত্য আক্বীদার মধ্যে তাদের গরল, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধ মতবাদ ও অন্ধবিশ্বাস ছড়িয়ে দেয়ার জন্য মুক্ত রাজত্ব দেয়া হয়েছে। অপরদিকে, একটি বিশৃঙ্খল জবাব হিসেবে, খাওয়ারিজ গোত্র এর বিভিন্ন মাজহাব-এর মাধ্যমে নতুন বিষয় উদ্ভব করেছে মুসলিমদের অবিশ্বাসী চিহ্নিত করার জন্য।

আমরা এ সমস্ত পথভ্রষ্ট গোত্রসমূহের মধ্যে আমাদের পূর্ববর্তী জ্ঞানীদের আক্বীদা খুঁজলে খুব কমই পাবো। কারণ এটি প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে এবং সমাজের কোথাও কোন চিহ্ন না রেখে প্রত্যেকের মন ও মস্তিষ্ক থেকে উধাও হয়ে গেছে, শুধু মাত্র তারা ব্যতীত, যাদের উপর আমাদের রব তাঁর দয়া ও রহমত দান করেছেন এবং তারা সংখ্যায় অতি নগন্য।

আমরা আমাদের চারপাশে যেসব উদাহরণ দেখি তা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, আমাদের সমাজে সত্য বিশ্বাস প্রায় অনুপস্থিত এবং আমাদের মানুষের মনে আক্বীদা এর পথ হারিয়ে ফেলছে, অথবা খুবই ছোট একটি স্থান দখল করে আছে। এটা হল বর্তমানের বর্ণনা যেখানে আমাদের শোচনীয় অবস্থা- যেখানে আমরা দুর্বল হয়ে আছি আর তা দেখে বিলাপ করছি। বর্তমানের পাতায় এই অন্ধকার, ঐ আলোকে আরও ম্লান করে দেয় যেটা আমরা ক্ষনকালের জন্য উপভোগ করি যখন আমরা আমাদের পূর্ববর্তী উজ্জ্বল ও সর্বোৎকৃষ্ট উম্মতের ব্যাপারে অনুসন্ধান করি।

বর্তমান ও অতীতের মধ্যে বিস্তৃতি ও সংযোগের অযোগ্য ব্যবধান এবং দুই পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্বেও তারা উভয়ই নিজেকে সত্য ঈমানদার দাবী করে। সত্য বিশ্বাস হল একটি ব্যানার যা উভয় প্রজন্ম দ্বারাই উত্তোলিত। এক প্রজন্ম এটি এবং এর যাবতীয় কার্যাদি সত্য বিশ্বাসের মতবাদ নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করেছে, অন্য প্রজন্ম উত্তরাধিকার সূত্রে এবং প্রচলিত প্রথা হিসেবে এটি উত্তোলন করে, কিন্তু এমনভাবে কাজ করে যাতে এর সত্য রূপ লুকায়িত থাকে। আমরা কি এখন এই শিক্ষা পেয়েছি যে, বিশ্বাসের ছাপ কোন কাজের না যদি না এটি যথোপযুক্ত কাজ এবং ত্যাগের সদৃশ্য হয় ?

ইমাম আশ-শাফি’ঈ (রহঃ) বলেনঃ ‘ যদি মানুষ সূরা আল-আসরের মর্ম বুঝত তাহলে এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট হত’। আল্লাহ্ এই সূরায় বলেনঃ

‘‘মহাকালের শপথ ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যে র উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারনে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।’’ (সূরা-আসর)

আমরা আত-তাওহীদ সংশ্লিষ্ট আক্বীদার কথা বলে থাকি। আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সব নবী-রাসূলের আক্বীদা। আমাদের পূর্ববর্তী জ্ঞানীদের, আস-সালাফ-আস-সালিহ এবং মুসলিম পন্ডিত ও আদর্শ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সত্যের অনুসারীদের আক্বীদা। শুধুমাত্র তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তিতর্ক বা দার্শনিক বিতর্কের খাতিরে নয়, বরং আমাদের উম্মতের বিশ্বাসসমূহকে সংশোধন ও প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস এবং ভ্রম-যা

তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে তা বিশুদ্ধকরনের জন্য আক্বীদার কথা বলব।

আমরা এটি পুনরাবৃত্তি করছি, যাতে করে এটি আমাদের অন্তরের গভীরে স্থাপিত হয় এবং এর বাধ্য-বাধকতা সমূহ আমাদের কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। আমরা আল্লাহ্র সামনে সে সমস্ত প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস যা আমাদের পূর্ববর্তী আলেমদের আক্বীদার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ন তার থেকে ক্ষমা চাই এবং আমরা তাঁর সাহায্য চাই যাতে আমাদের কথা ও কাজে অসামঞ্জস্যতা না থাকে।

এই হল আমাদের আক্বীদাহঃ

ঈমান হল জিহবার দ্বারা একটি ঘোষণা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজ এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা। ঈমান আনুগত্যের কাজ দ্বারা বর্ধিত হয় এবং অবাধ্যতাজনিত কাজের মাধ্যমে হ্রাস পায়, এবং এই অনুযায়ী ঈমানদারগণ বিভিন্ন ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হন।4

গুনাহ এবং অবাধ্যতাজনিত কাজ দ্বারা ঈমান হ্রাস পায়, কিন্তু এর নির্যাস অকার্যকর করে দেয় না, যেখানে বড় অবিশ্বাস (আল-কুফর আল-আকবার) এটিকে সমূলে উৎপাটন করে।4

কুফর (অবিশ্বাস) দুই ধরনেরঃ ১) বড় কুফর ২) ছোট কুফর। প্রথমটির মাধ্যমে যে কাউকে সম্পূর্নরূপে ইসলামের বহির্ভূত করে এবং অবিশ্বাসী হিসেবে চিহ্িত করে। দ্বিতীয়টি হল অবাধ্যতামূলক কোন কাজকে সংকেত প্রদান ও ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে একটি অতিরঞ্জিত নামে অভিহিত করা। ‘বড় কুফর’ ও ‘ছোট কুফর’-এর মতো একই ভাবে প্রযোজ্য শিরক, নিফাক, যুল্ম এবং ফিস্ক।4

একজন মুসলিম আল্লাহ্র কোন হুকুমের অমান্য করলে কাফির (অবিশ্বাসী) হয়ে যায় না, হোক তা সংখ্যায় অনেক বা কম, ও সে তার জন্য অনুশোচনা করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্তর দ্বারা সেকাজকে বৈধ মনে করে। একজন ফাসেক যে গুনাহ ও অসৎ কাজ যা সে সম্পাদন করে তার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও- এ অবস্থাতে তাকে কাফির বলা যায় না। যদিও সে তা চালিয়ে যায় এবং তার জন্য অনুশেচনা করে না এবং ঐ অবস্থাতেই মারা যায়। তার তাকদীর আল্লাহ্ তা‘আলার উপর কিয়ামতের দিন নির্ভর করবে। তিনি তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন অথবা জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দিতে পারেন এবং এক পর্যায়ে সেখান হতে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।4
যখন ঈমান ও ইসলাম একত্রে উল্লেখ করা হয়, তখন প্রথমটি অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করাকে এবং পরবর্তীটি কাজের দ্বারা সম্পাদন করাকে বুঝানো হয়। যখন আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয় তখন উভয়টিই ইসলামের দ্বীন-এর কথা সম্পূর4্ণভাবে বোঝায়।

আমরা কাউকে কাফির হিসেবে গননা করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সম্পাদিত কাজটি পরিষ্কারভাবে ‘কুফর’ বোঝা যায় এবং অবিসম্বাদীত প্রমান তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করা যায় যাতে করে এটা পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে প্রমানিত হয় যে, সে জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং স্বেচ্ছায় কাজটি সম্পাদন করেছে।4

আমরা বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, জীবন দানকারী ও জীবন গ্রহণকারী, পুনরুত্থানকারী, উত্তরাধিকারী সমস্ত ভাল এবং ক্ষতি করার অধিকারী, আমরা তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ মানি না।4
‘‘তুমি জিজ্ঞাস কর- আমি কি আল্লাহেক বাদ দিয়ে অন্য রবের সন্ধান করব? অথচ তিনিই হচ্ছেন প্রতিটি বস্তর রব।’’ (সূরা আনআম:১৬৪)

তিনি মহিমান্বিত এবং সুউচ্চ, তাঁর কোন সাদৃশ্য, পুত্র, অংশীদার বা প্রতিযোগী নেই।4

Posts: 96

Joined: 2011-07-06, 12:01:46 pm

T
o
p

Re: আমাদের আক্বীদা

by **al-gurabah** on 2011-08-13, 07:19:16 pm

‘‘বলঃ তিনিই আল্লাহ্ একক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী৷ তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন, এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই৷’’ (আল-ইখলাস)

একমাত্র মহান আল্লাহ্‌ই ইবাদতের যোগ্য এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, তাঁর বান্দাদের সমস্ত কিছু তাঁর কাছেই একমাত্র সমর্পন করতে হবে: ভয়, আশা, স্মরণ, আবেদন, ভালবাসা ও আত্মসমর্পন, সাহায্য ও আরোগ্য, অনুরোধ, নির্ভরতা, উৎসর্গ, সিজদা এবং ইবাদতে অন্যান্য সকল উপায়ে৷4

আমরা গাছপালা, পাথর বা কবরের কাছে রহমত চাই না৷ আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্র কাছে তাঁর নামের গুনাবলী ব্যবহার করে, আমাদের সম্পাদিত ভালো কাজে বা জীবিত কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মাধ্যমে আমরা সাহায্য চাই৷ আমরা কবরের চারদিকে মৃতদের নিকট হতে রহমতের আশায় হেটে বেড়াই না, আর না জিন বা মৃত ভালো লোকদের কাছে সাহায্যের জন্য বলি, না আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও সিজদা করি৷ যে কেউই এর যে কোন একটি কাজ সম্পাদন করে, সে সুস্পষ্ট শিরক-এ-আকবার (বড় শিরকে) লিপ্ত হয়৷4

আমরা আল্লাহ্র পার্শ্বে অন্য কোন ইলাহ্ নেই না, আল্লাহ্ ছাড়া আমরা অন্য কোন বিধানের কাছে বিচার চাই না, কারণ আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা৷ আল্লাহ্র সেই সার্বভৌমত্ব আছে এবং তাই তিনি বিচার করেন, আদেশ দেন, নিষেধ করেন, রায় দেন এবং আইন প্রণয়ন করেন৷ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী এবং সর্বজান্তা৷4

যে কেউই আল্লাহ্র আইনের উপর আইন প্রণয়ন করে এবং তাঁর আইন অন্য কারও আইন দ্বারা পরিবর্তন করে , সে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যায়, এরকম ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্র অংশীদার এবং বিচারকার্যে সমান হিসেবে দাঁড় করায়, এর ফলে সে ইসলামের বাইরে চলে যায়৷ যদি এই ব্যক্তি কোন শাসক হয় তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করতে হবে এবং তাকে পদচ্যুত করতে হবে৷ 4
কোন রকম উপেক্ষা, অর্থ বদলানো বা কোন সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য বোঝানো - ইত্যাদি ব্যতীতই আল্লাহ্র সকল নাম ও গুনাবলী যা তিনি কোরআনে বা তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন তা সমর্থন করি৷ আমরা আল্লাহ্র গুনাবলীর মতো কোন জ্ঞানের দাবীও করিনা, কারণ:4 **‘‘কোন কিছুই তাঁর সাদৃশ্য নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা৷’’** (সূরা-শুরা:১১)
তাঁর সদৃশ কেউ নেই, সেটা তাঁর নামে, তাঁর গুনাবলীতে বা কোন কাজে যেটাতেই হোক৷

আমরা আল্লাহ্র ঐ সমস্ত গুনাবলী সমর্থন করি যা তিনি তাঁর নিজের জন্য ঘোষনা দিয়েছেন এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) ও স্বীকার করেছেন, যথা: জ্ঞান, যোগ্যতা, শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, মুখমন্ডল, হাত এবং অন্যান্য গুনাবলী যা কোনটাই তাঁর সৃষ্টির সদৃশ নয়।4

আমরা বলি যেভাবে আমাদের রব বলেছেনঃ4 **''দয়াময় (আল্লাহ্) আরশে সমাসীন।''** (ত্বাহা:৫)
আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির উর্ধ্বে এবং সুউচ্চে তাঁর আরশে সমাসীন। তিনি আরশে আসীন রয়েছে তা আমরা জানি, কিন্তু কিভাবে আসীন রয়েছেন তা আমাদের অজানা। এতে বিশ্বাস করা একটি আবশ্যকতা (ওয়াজিব), এবং কিভাবে আসীন আছেন তা সম্পর্কে বলা একটি বিদ'আত।

আল্লাহ্ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন এবং যখন ও যেভাবে ইচ্ছা করেন। কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি আনন্দিত হন , হাসেন, ভালবাসেন, ঘৃণা করেন, সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং ক্রোধান্বিত হন (যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন)। তাঁর কর্মে তিনি তাঁর কোন সৃষ্টির সদৃশ নন এবং কিভাবে এসব কর্ম সম্পাদিত হয় তা সব মরনশীলদের অজানা।4

কোরআন হল আল্লাহ্র তরফ থেকে নাযিলকৃত সত্য কিতাব যাকে সৃষ্ট বলা যায় না এবং যা কোন দিক দিয়েই মানব জাতির কথোপকথনের সদৃশ নয়, এটি তাঁর দ্বারা এমনভাবে কথিত যার কোনকিছুই আমাদের জ্ঞাত নয়।4

আমরা ফেরেশতা, নবী এবং রাসূলদের বিশ্বাস করি।4

আমরা রাসূলদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহে বিশ্বাস করি এবং তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করি না।4

আমরা বিশ্বাস করি যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র দাস ও রাসূল। তিনি মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, সর্বশেষ নবী এবং সকল ধার্মিক ব্যক্তির নেতা।4

আমরা বিশ্বাস করি, সজাগ অবস্থায় এবং সশরীরে মক্কার আল-হারাম মসজিদ হতে তাকে জেরুযালেমের আল-আক্সা মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং জান্নাত হতে যতটা উচুতে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন ততটা উপরে তিনি অধিষ্ঠিত হন।4

আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে, প্রতীক্ষিত মাহদী (অথবা সত্যানুসারী ইমাম) এই পৃথিবীতে শেষ জামানায় রাসূল (সাঃ) এর উম্মাতের ভেতর হতেই আসবেন।4

আমরা ঐ সময়ের সংকেত বিশ্বাস করি। আদ-দাজ্জাল (মিথ্যা মসীহ) এর আর্বিভাব। স্বর্গ হতে মরিয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) এর অবতরন। পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়, পৃথিবী হতে হিংস্র জন্তুর আর্বিভাব এবং কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য সংকেত। 4

আমরা বিশ্বাস করি কবরে দুই ফেরেশতা কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ, মুনকার এবং নাকীর, একজনের রব, দ্বীন ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ব্যাপারে।4

আমরা মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি, আমরা শেষ বিচারের দিন, আমলনামা পাঠ, মানদন্ড (যার উপর সম্পাদিত কাজ পরিমাপ করা হবে), আস-সীরাত (জাহান্নামের আগুনের উপর স্থাপিত পুল) এবং শাস্তি ও পুরষ্কারে বিশ্বাস করি।4

আমরা পাপীদের জন্য কবরের আজাবে বিশ্বাস করি। আল্লাহ্ আমাদের তা হতে রক্ষা করুন। কবর হল হয় জান্নাতের একটি চারণভূমি নতুবা জাহান্নামের আগুনের জন্য গর্ত সরূপ এবং প্রতিটি বান্দা তাই পায় যার সে উপযুক্ত।4

আমরা বিশ্বাস করি সেই মধ্যস্থতায় যা রাসূল (সাঃ) কিয়ামতের দিন তাঁর উম্মতের জন্য সংরক্ষণ করেছেন৷4

আমরা আল-হাওস-এ বিশ্বাস করি যা আল্লাহ্ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূল (সাঃ)-কে সম্মান সরূপ কিয়ামতের দিন প্রদান করবেন, তাঁর উম্মতের পিপাসা মেটানোর জন্য৷4

আমরা বিশ্বাস করি যে, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই সত্য৷ এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কখনও তা অদৃশ্য হবে না৷4

আমরা বিশ্বাস করি যে সকল জান্নাতবাসী কোন প্রকার পরিবেষ্টন ছাড়া এবং খালি চোখেই তারা তাদের রবের সরাসরি সাক্ষাত পাবে৷ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:4
''সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে৷ তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে৷ '' (সূরা-কিয়ামত:২২-২৩)

আমরা আল-ক্বাদার (আল্লাহ্ কর্তৃক গৃহীত রায়)-এর ভালো ও মন্দে বিশ্বাস করি এবং বলিঃ4
''...তুমি বলঃ সমস্তই আল্লাহ্র নিকট হতে...।'' (আন-নিসা:৭৮)
ভালো এবং মন্দ উভয়ই আল্লাহ্ কর্তৃক গৃহীত রায়৷ পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই তাঁর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়৷

আমরা বিশ্বাস করি মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর দাসদের অবিশ্বাসকারী বা অবাধ্য হতে আদেশ দেন না, না তিনি এরকম ব্যক্তিদের উপর সন্তুষ্ট হন:4
''...তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না৷ '' (সূরা-যুমার:৭)
এবং যদি তিনি নাস্তিকদের জন্য নাস্তিকতা নির্ধারন করে দেন, তিনিই শুধুমাত্র এর কারণ জানেনঃ আল্লাহ্র তরফ হতে ন্যায় বিচার, বান্দার নিজের আত্মার বিরুদ্ধে কৃত পাপকর্ম এবং তার পূর্বে সম্পাদিত পাপের শাস্তি হিসেবে এটি হতে পারে৷

''তোমার নিকট যে কোন কল্যাণ উপস্থিত হয় তা আল্লাহ্র তরফ হতে এবং তোমার উপর যে অকল্যাণ নিপতিত হয় তা তোমার নিজ হাতে হয়ে থাকে...।'' (সূরা নিসা:৭৯)

এ সমস্ত কিছুই আল্লাহ্র ইচ্ছায় সংঘটিত হয়৷ তিনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তাই হবে এবং যা ইচ্ছা করেন না তা হবে না৷ এবং আল্লাহ্ তার কোন বান্দার প্রতি কখনো অন্যায় করেন নাঃ
''নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেন না...।'' (সূরা নিসা:৪০)

আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্ তাঁর বান্দার কার্যাদি সৃষ্টি করে থাকেনঃ4

''প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও৷'' (সূরা আস-সাফফাত:৯৩)
এবং বান্দারা নিজেদের কাজ সম্পাদন করে থাকে বাস্তবে, রূপক অর্থে নয়৷

আমরা রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবাদের ভালোবাসি, আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেকের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তারা সকল উম্মাতের শ্রেষ্ঠ উম্মাত৷ আমরা তাদের জ্ঞানকে স্মরণ করি, তাদের শ্রদ্ধা করি এবং তাদের সাথে মিত্রতা পোষণ করি৷ আমরা সেসব জিনিষ হতে বিরত থাকি যেসবে তাঁরা অমত পোষণ করেছেন৷ তাদের প্রতি ভালোবাসা ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান (উৎকৃষ্ট ব্যবহার)-এর অংশ৷ তাদের ঘৃণা করা হল মুনাফেকী এবং অবিশ্বাস৷4

আমরা সমর্থন করি আবু বকর আস্-সিদ্দিককে প্রথম খলিফা হিসেবে, সমস্ত উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট হবার জন্য৷ এরপর উমর বিন

আল-খাত্তাব এরপর উসমান বিন আফফান এবং এরপর আলী বিন আবী তালিবকে - আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেকের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। তাঁরা হলেন সত্যের অনুসারী খলিফা এবং ন্যায়পরায়ণ নেতৃবৃন্দ যাদের সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ ''তোমাদের অবশ্যই আমার সুন্নাতের এবং সত্যের অনুসারী খলীফাগনের সুন্নাত অনুসরন করতে হবে, এটি শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাক।'' (আবু দাউদ এবং তিরমিযী- আবু নাযিহ আল-'ইরবাদ বিন সারিয়াহ বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ)4

4 আস-সালাফ-এর উলামাগণ (এই উম্মাতের প্রথম প্রজন্ম এবং যারা তাদের পদানুসরণ করেন) সর্বোত্তম উপায়ে কথা বলেছেন। তাঁদের মধ্যে যারা খারাপ কথা বলেন তারা অবশ্যই সঠিক পথে নেই।

এই হল আমাদের আক্বীদাহ- যেটি আমাদের কাছে জীবনের চাইতে ও বেশী মূল্যবান এটি সময়ের পরীক্ষা পার হয়েছে এবং চৌদ্দ শতাব্দী ধরে বলিষ্ঠ আছে। এটি অবিশ্বাসকারীদের আক্রমনের, মুনাফিকদের সন্দেহ বিস্তার এবং প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে মতাবলম্বীদের উদ্ভাবিত বিদ'আতের পরও চলতে থাকবে। অনেক মুসলিম কর্তৃক শিথিল ও উপেক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও এটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে।

আমাদের আক্বীদাহর নিজস্ব সত্ত্বা নিয়ে টিকে থাকা ও স্থায়ীত্বই প্রমাণ করে যে এটি মহিমান্বিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্র তরফ থেকে। সকল ধর্মমত বিলুপ্ত বা নিপাতিত হয়েছে এবং সকল ধর্ম পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু একমাত্র ইসলামই বিশুদ্ধ ও সত্য রয়ে গিয়েছে, কারণ এটিই একমাত্র সত্য যা কোন মিথ্যাচার দ্বারা আক্রান্ত অথবা সন্দেহ দ্বারা আন্দোলিত হবে না। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

''আমিই কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক।'' (সূরা-আল-হিযর:৯)

এটি এমন একটি ধর্মবিশ্বাস যা আমাদের একটি মজবুত, সঠিক ভীত তৈরী করে দেয়, যাতে করে আমরা আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, নিশ্চিত যে আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় যিনি ইবাদতের যোগ্য। কারণ, তিনি হচ্ছেন মালিক এবং যা কিছু তাঁর তাতে রাজত্ব তিনিই করেন এবং এই জন্য যে, তিনি তাঁর সকল গুনাবলীতে পূর্ণাঙ্গ। তাঁর উপরে বা তিনি ব্যতীত আমাদের আর কোন লক্ষ্য নেই, আর না এর চেয়ে বড় কোন লক্ষ্য আছে, কারণ তিনি সর্বোত্তম।

এটি একটি ধর্মবিশ্বাস যেটি আল্লাহকেই সর্বক্ষমতার অধিকারী মানে এবং এই কর্তৃপক্ষের নিকট সাক্ষ্যদান ও সমর্পন করা ঈমানের একটি শর্ত এবং এটি মনে রাখা এর একটি পূর্বশর্ত ও একনিষ্ঠতার চিহ্নঃ

''আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিনা নারীর সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না।'' (সূরা-আল-আহযাব:৩৬)

''অতএব তোমার রবের শপথ ! তারা কখনোই বিশ্বাসস্থাপনকারী হতে পারবে না যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের সৃষ্ট বিরোধের বিচারক না করে অতঃপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহন না করে এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে। '' (সূরা-নিসা:৬৫)

এটি এমন একটি ধর্মবিশ্বাস যা তখনও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ফয়সালা চায় যখন অমত দেখা দেয়ঃ

''হে মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহ্র ও রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের জন্য যারা উলিল-আমর তাদের; অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হয় তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক, এটিই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি।'' (সূরা-নিসা:৫৯)

এভাবে আমাদের আক্বীদাহ বোধশক্তির সমন্বয় ঘটায় এবং বৈসাদৃশ্যের যেকোন সম্ভাবনা মুছে ফেলে। এটি আমাদেরকে সেই লক্ষ্য এবং পথ প্রদান পূর্বক ঈমানদারদের ঐক্যবদ্ধ করে একই পথে। পৃথক পৃথক দেশ, জাতি ও বর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাদের একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হতে দেখা যায়।

আমাদের আক্বীদা এমন একটি ধর্মমত যা প্রত্যেকটি ব্যক্তির সত্ত্বাকে পৃথকভাবে এই পৃথিবীতে নিজস্ব কার্যাবলীর রক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, একই সাথে এর জন্য দায়ী করে থাকে। কারন সে জানে কিয়ামতের দিন তাকে বলা হবেঃ
‘‘তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।’’ (সূরা-ইসরা:১৪)

এটি করার মাধ্যমে ঈমানদারগণের অন্তরে আক্বীদা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেটি তাকে আল্লাহ্র কোন আদেশ, আইন ও বিচার অমান্য করতে বাধা দেয়। এটা তাকে সরল সঠিক পথে ফিরতে সাহায্য করে যদি সে তা থেকে বিচ্যুত হয় অথবা সীমালংঘন করে। এটা তাকে আল্লাহ্র রাস্তায় ক্রমাগত সংগ্রাম করতে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পরিচালিত করে।

এটা হল আমাদের আক্বীদার সাথে অন্যান্য সকল জ্ঞানতত্ত্ব এবং দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য এবং এটি এই আক্বীদাকে সর্বোচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। ইসলাম এই আক্বীদাকে এমন সুপ্রতিষ্ঠিত স্থানে অধিষ্ঠিত করে যে অন্য সকল মতবাদ ও জ্ঞানতত্ত্ব তা অর্জনের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং তাদের ধর্মমত ও আমাদের আক্বীদার মধ্যে এই বিশাল ব্যবধান থাকার ফলে, তারা এই আশাও প্রজ্জ্বলিত রাখতে পারেনা যে এর নীতি সমূহের সমকক্ষ হবে, আর এতে পৌছানো তো অসম্ভব।

সা'সা বিন মুআউইয়াহ রাসূল (সাঃ) কাছে আসেন ও পাঠ করেনঃ

‘‘কেউ অনু পরিমান সৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে, এবং কেউ অনু পরিমান অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।’’ (সূরা-যিলজালাহ:৭-৮)

এতে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ‘‘আমার জন্য অন্য কোন আয়াত ব্যতীত শুধূ এটি শোনাই যথেষ্ট।’’ (ইমাম আহমেদ থেকে বর্ণিত। আত-তাফসীরে আন-নাসাঈ ও এটি বর্ণনা করেন)

আমাদেরটি এমন এক আক্বীদাহ যা সরাসরি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সাঃ) এবং ঈমানদারগনের সাথে আমাদের মিত্রতা স্থাপন করে। এছাড়া অন্যরা সবাই আল্লাহ্ হতে তাদের যথেষ্ট ব্যবধানের জন্য এবং আল্লাহ্র বিরোধীতার করার জন্য শত্রু ও ঘৃণিত।

এটি এমন একটি আক্বীদাহ যা এর অনুসারীদের এই দুনিয়ার জীবনের সংকীর্ণতা ও অপ্রয়োজনীয়তা থেকে বের করে আখিরাতের বিশালতা এবং জাকজমকতা ও উৎকর্ষতার কাছে নিয়ে যায়। এই আক্বীদাহর মানুষদের সর্বদা মাটিতে হাটতে দেখা গেলেও তারা এই জীবন ও পরবর্তী উভয় জীবনের জন্য তারা নিজেদের প্রস্ত্তত রাখে। তারা একটি ক্ষণস্থায়ী নিকৃষ্ট জীবনের জন্য সংগ্রাম করে না, বরং তারা এখান থেকে শুধুমাত্র ঐ সাহায্যই নিতে চায় যা তাদের আল্লাহ্র রাস্তায় গমন ও পরবর্তী জীবনে সাহায্য করবেঃ

‘‘এই পার্থিব জীবন খেল তামাশা ও আমোদ প্রমোদের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়, প্রকৃত পক্ষে পরকালের আরামই হবে তাদের জন্য মঙ্গলময় যারা ধ্বংস হতে বেঁচে থাকতে চায়। তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করবে না?’’ (সূরা-আনআম:৩২)

‘‘আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।’’ (সূরা-ত্বাহা:৭৩)

এটি এমন একটি আক্বীদাহ যারা একে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে তারা সম্মানজনক জীবন যাপন করে, কোন রকম অপমান বা অমর্যাদা ব্যতীত, যদিও তাদের অবস্থা স্বাচ্ছন্দ্য ও কষ্টে, জয়ে ও পরাজয়ে-এর মাধ্যে দোদুল্যমান কিন্তু কোনকিছুই তাদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনকে ছুঁতে পারে না তাদের বিশ্বাসের জন্য তারা তাদের সম্মান ও মর্যাদা তাদের রবের নিকট হতেই পায়, যিনিঃ

‘‘...মহান, শ্রেষ্ঠ।’’ (সূরা-বাকারা:২২৫) এবং **‘‘...তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’’** (সূরা-আস-সাফফ:১)

তারা না কোন ধন-সম্পদ বা প্রভাব থেকে সম্মান নেয়, না এই পৃথিবীতে অন্য কোন শক্তি হতে বরং তারা হল নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত জলজ্যান্ত উদাহরনঃ

‘‘...কিন্তু শক্তি তো আল্লাহ্রই, আর তাঁর রাসূল ও মু’মিনদের...।’’ (সূরা-মুনাফিকুন:৮)

‘‘আর তোমরা নিরাশ হয়ো না ও বিষন্ন হয়ো না এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমরাই সমুন্নত হবে।’’(সূরা আলি-‘ইমরান:১৩৯)

এটা এমন একটি আক্বীদাহ যা এর অনুসারীদের এই পৃথিবীতে আত্মবিশ্বাস ও মনের শান্তি যোগায় এবং আখিরাতের সুসংবাদ দেয়। এটা তাদেরকে তাদের রবের সাথে সাক্ষাতের জন্য আগ্রহী করে তোলে, যার জন্য তারা সমস্ত কষ্ট ও কাঠিন্যের স্বাদ গ্রহণ করে।